শ্রুতিনাটকের কয়েকজন লেখক

ডঃ দিলীপ কুমার মিত্র

এ টা উভয়ত আশর্চ্য ও আনন্দের যে বাংলার নাট্যকাররা মঞ্চনাটকের সঙ্গে শ্রুতিনাটক রচনায়ও পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। দুই নাট্যরীতির রূপ ও গঠন ভিন্ন, বক্তব্য ও কাজে স্বাতন্ত্র্য আছে। হয়ত প্রসঙ্গর ক্ষেত্রেও ভিন্নধর্মিতা পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ মঞ্চ ও শ্রুতিনাটক দুটি অনেকটাই স্বতন্ত্র শিল্পমাধ্যম। কিন্তু আমাদের কুশলী নাটক রচয়িতারা দুটি সৃজন ক্ষেত্রেই নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। অনেক সময় দুই শিল্পরূপের বিচারে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা কে পাবে তা নিয়ে আাদিত দ্বন্দ্ব থেকেই যায়। বর্তমান আলোচনায় কয়েকজন শ্রুতি নাট্যকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরার প্রয়াস আছে।

সত্তর পেরিয়ে যাওয়া নিরূপ মিত্র শ্রুতিনাটক রচনায় অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। চার দশক ধরে তিনি নাটক লিখছেন। তিনি শ্রুতিনাটক লিখেছেন অন্তত ৫০টা, বেতার নাটকের সংখ্যাও তার থেকে কম নয়। আকাশবাণীর কর্মাশিয়াল ব্রডকাস্টিং বিজ্ঞাপনদাতা আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অন্তত ৩০০টি নাটক তাঁর হয়েছে জে কে ও এস কে শ্রীবাস্তব, শ্রাবন্তী মজুমদার, অরূপ গুহঠাকুরতা, দেবাশিস বসু প্রমুখের আয়োজনে ও পরিচালনায়। তার নাটক ক্যাসেট বন্দী হয়েছে, জগন্নাথ বসু ও ঊর্মিমালা বসু কতবার তার শ্রুতিনাটক রূপায়িত করেছেন। তাঁর বিশিষ্ট শ্রুতিনাটক হল "দূরভাষিনী", "নারীবর্ষ", "আড়ি পেতে শোনা"।

নিরূপ মিত্র শ্রুতিনাটক লেখেন কেন? প্রথমত, লিখতে ভাল লাগে বলে, দ্বিতীয়ত মঞ্চনাটকের থেকে শ্রুতিনাটক বেশী কার্যকরী, মঞ্চ নাটক দৃশ্যের অস্পষ্টতা কণ্ঠের ক্ষীণতা সামগ্রিক অভিনয়ে দুর্বলতার থেকে শ্রুতিনাটক অনেক বেশী আবেদনবহ। তৃতীয়ত শ্রুতিনাটক মূলত সংলাপ নির্ভর যে সংলাপ রচনায় লেখক অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। চতুর্থত মানুষের হৃদয়ের কথা বেদনার কথা আরো ঐকান্তিকভাবে মর্মছোঁয়ারূপে শ্রুতিনাটকে প্রকাশ করা যায়। পঞ্চমত মানুষের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বোধের ব্যাপারে তাকে সতর্ক ও সচেতন করা যায়। নিরূপ মিত্র দক্ষ অভিনয় শিল্পী, সম্প্রতি বাংলা আকাদেমীতে তার অভিনয় শুনে একটি পত্রিকা লিখেছিল 'নিরূপ বাবু একাই একশ'।

প্রায় সমসাময়িক বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রুতিনাটক লিখেছেন প্রায় ৩০টি, তার বেতার নাটকের সংখ্যা ১৫০ অতিক্রম করে গেছে। তিনি স্বল্প দৈর্ঘ্যের শ্রুতিনাটক রচনার পক্ষপাতী হলেও পূর্ণাঙ্গ শ্রুতিনাটক লিখেছেন এবং বুদ্ধদেব গুহর কাহিনী নির্ভর 'একটু উষ্ণতার জন্যে' অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে উপমা গোষ্ঠীর প্রযোজনায় যাতে প্রধান ভূমিকায় ছিলেন পার্থ ঘোষ, গৌরী ঘোষ প্রমুখ। তার 'দাঁতের লড়াই' অত্যন্ত জনপ্রিয় শ্রুতিনাটক।

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতে -- (১) সব মঞ্চনাটক শ্রুতিনাটকের উপযুক্ত নয়, (২) প্রয়োগগত কারণে মঞ্চনাটকে উচচকণ্ঠ সংলাপ ও ক্ষেত্র বিশেষে নাটকীয় কোলাহল অনিবার্য, মগ্ন নির্জন উচচারণের মৃদুতা শ্রুতিনাটকের প্রাণ। ফলে শ্রুতিনাটকে প্রতিটি বাক্যের প্রতিটি শব্দকে নিংড়ে তার রস শ্রোতার কানে পৌঁছে দেওয়া যায়। মঞ্চনাটকে অত ডিটেল

শব্দের কাজ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয় না, (৩) এমন নাট্যবস্তু আছে যা শুধুমাত্র শ্রুতিনাটকেই ধরা যায়। শ্রবণমোহন গহন নাট্যবেদন সৃষ্টির জন্য তাই বেছে নিতে হয় কাব্যধর্মী অন্তরঙ্গ বিষয়, যেখানে অভিনয় শিল্পী কার্যত কবি হয়ে ওঠেন। এই কাব্যগুণ সাধারণভাবে বাংলা মঞ্চনাটক থেকে অন্তর্হিত বলেই শ্রুতিনাটক তার জায়গা করে নিতে পেরেছে।

অমল রায় বাংলা শ্রুতিনাটকের সর্বশ্রেষ্ঠ রচয়িতা রূপে বিবেচিত হবেন। প্রায় ৯০টা শ্রুতিনাটক তিনি লিখেছেন যাদের মধ্যে তাঁর অসাধারণ সৃজন নৈপুণ্য ধরা পড়েছে । অমল রায়ের সৃষ্টিশীল মন সদাই তৎপর এবং যেকোন বিষয় অবলম্বনে তিনি তাৎক্ষনিক ভাবে সুন্দর শ্রুতিনাটক রচনা করতে পারেন যা শিল্পিত সমৃদ্ধ ও সামাজিকবৃন্দের মনোরঞ্জন করতে সমর্থ হয়, সমাজ রাজনীতি অর্থনীতি, বিপ্লব, প্রেম ইত্যাদি সব বিষয়ই তাঁর শ্রুতিনাটকের উপাদান হয়েছে। তাঁর শ্রুতিনাটকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, মানবিকতার বাণী একাজে তিনি তৎপর। হৃদয়পুরের জটিলতার গভীর আলো-অন্ধকারাচ্ছান্ন দ্যুতি তাঁর নাটকে ঝলসে ওঠে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দর জীবননিষ্ঠ ধর্মবোধ তাঁর নাটকে ভিন্ন মাত্রা পায়। তাঁর প্রায় সব নাটক অসংখ্যবার অভিনীত হয়েছে। অমল রায়ের মরণজয়ী প্রাণের প্রকাশ তাঁর সৃজনকর্ম যার মধ্যে অনন্য শ্রুতিনাটক।

শ্রুতিনাটকের অগ্রনী শিল্পী মিহির সেন দীর্ঘদিন ধরে নাটক লিখছেন। বেতার নাটকের তিনি যশস্বীস্রষ্টা, শ্রুতিনাটকেও তাঁর প্রতিভা সমভাবেই বিচ্ছুরিত হয়েছে। স্বদেশ বিদেশের বিভিন্ন কাহিনী ও উপাদান নিয়ে তিনি নাটক লিখেছেন যেগুলো শিল্পরূপে বিশেষ সার্থকতা অর্জন করেছে। জননী-র মহিমময় অন্তঃস্বরূপ তিনি তুলে ধরেছেন, সামাজিক অন্যায় অবিচারকে তীব্র আঘাত করেছেন। মিহির সেন শ্রুতিনাটকের এক বিরল প্রতিভা।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় - এর শ্রুতিনাটকে তাঁর উজ্জ্বল রস রসিকতার মধ্যে জীবনের সত্যবাণী ঝলসে উঠেছে। মধ্যবিত্ত জীবনে পাপ-পূন্য ন্যায়-অন্যায় বোধ সর্বদা ক্রিয়াশীল এবং অনীতি ভ্রষ্টাচারের কলুষতা মনকে আচ্ছন্ন করলেও মধ্যবিত্তের সৎ প্রাণধর্ম জয়ী হয় এবং সীমাসংবৃত জীবনচর্যার মধ্যেও চৈতন্যের শুভ্র স্বরূপ ঝলসে ওঠে। চেতনার স্বচ্ছতা ও শুদ্ধতা সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের শ্রুতিনাটককে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছে।

সমীর দাশগুপ্ত শ্রুতিনাটকের খ্যাতিমান স্রষ্টা। সর্বত্র তাঁর নাটক মহাসমারোহে উপস্থাপিত হয়। আকাশবাণীতেও এই নাটকগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয়। সম্ভবত তাঁর গ্রন্থ 'এক গুচ্ছ শ্রুতিনাটক' বাংলায় প্রথম একক শ্রুতিনাটকের সংকলন যেটি প্রকাশিত হয় ১৯৮৭তে। এর পরও তাঁর শ্রুতিনাট্য গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছে এবং তারা সমাদর লাভ করেছে। প্রায় ৪০টি উজ্জ্বল শ্রুতিনাটক তিনি রচনা করেছেন। জীবনের বিচিত্র হাসি কান্না সমন্বিত বৈচিত্র্যময় রূপ তাঁর নাটকে অঙ্কিত হয়েছে যদিও কখনো তারা হয়ে উঠেছে গভীর অর্ন্তগূঢ় ও দ্বন্দ্ব সংযুক্ত। সমীর দাশগুপ্ত 'এক গুচ্ছ শ্রুতিনাটক' গ্রন্থে বলেছেন যে 'এই নাটকে আর্থিক চাপের যন্ত্রণা থাকেনা, থিয়েটার করতে হলে যে সময়, নিষ্ঠা এবং পরিশ্রমের প্রয়োজন সে সম্পর্কিত কোন ষ্ট্রেন নিতে হয় না। উচচারণ, বাচনভঙ্গী, অভিনয় সম্পর্কিত বোধ এবং স্বরক্ষেপণের কায়দা জানা থাকলেই বাজিমাৎ'। তবে এই 'কায়দা' কতটা গ্রহণীয় শিল্পীরাই তার নিরীক্ষণ করবেন। সমীর দাশগুপ্তর রচনা শ্রুতিনাটকের এক বিশেষ মডেল হয়ে আছে।

ডাঃ অমিতাভ ভট্টাচার্য্য চিকিৎসকরূপে অত্যন্ত সফল এবং কোন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ রূপেও আপন যোগ্যতার নিঃসংশয়তা প্রমাণ করেছেন। শ্রুতিনাটকের ক্ষেত্রেও অমিতাভ ভট্টাচার্য্য আশ্চর্যজনক কৃতিত্ব ও গৌরব অর্জন করেছেন। অমিতাভ প্রায় ৩৫টি শ্রুতিনাটক লিখেছেন যেগুলি সৃজনরূপে অনন্য। অমিতাভ তাঁর নাটক লেখার প্রেরণা সম্বন্ধে জানিয়েছেন - 'আমি একজন চিকিৎসা বিজ্ঞানের লোক সেজন্য স্বাস্থ্য সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতা এবং কুসংস্কার আমাকে প্রতিনিয়ত আহত করে। তখন মনে হয যেহেতু আমি নাটকের লোকও বটে, সেহেতু সাধারণ মানুষকে স্বাস্থ্য সচেতন করার জন্য আমি নাটক লেখাটাকে হাতিয়ার করতে পারি। এই বোধ থেকে আমি নাটক লিখি, শ্রুতিনাটকও লিখি। যেহেতু অসুখ শুধু দেহের নয় মনেরও, সেহেতু আমার বেশ কিছু নাটক মানুষের আলো-আঁধারি সমস্যাগুলো ছুঁয়ে গেছে'। অমিতাভ ভট্টাচার্য্যর এই

ভাবনা নাটকে রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং তা হয়েছে শিল্পিত ও সৌন্দর্যময়। নাট্যকার কৌতুক রস সৃজনে দক্ষ, মাধুর্যে তিনি অনুপম, ট্রাজেডির প্রকাশ তাঁর নাটককে কখনো চচলচছল বেদনামহিত করে তোলে। অমিতাভ ভট্টাচার্য্য একজন দক্ষ অভিনয় শিল্পীও বটে। অমিতাভর বিশিষ্ট শ্রুতিনাটক হল 'রিত্তাকে নিয়ে চিঠি', 'তৃতীয় পক্ষ', 'দাদুর দাঁত' ইত্যাদি।

স্বপন দাস প্রসেনিয়াম থিয়েটারের মানুষ, মঞ্চ নাটক রচনায় ও অভিনয়ে তিনি বিশেষ পারদর্শী। তবে প্রায় ৫টা শ্রুতিন াটক তিনি লিখেছেন এবং তাঁর লেখা কটি মঞ্চনাটককে শ্রুতিনাটক রূপে সজ্জিত করে উপস্থাপিত করেছেন। শ্রুতিনাটকের প্রতি স্বতন্ত্র পক্ষপাত বা আকর্ষণ তাঁর নেই, তবে প্রয়োজনে বা অনুরোধে তিনি শ্রুতিনাটক লেখেন বা অভিনয় করেন। মঞ্চনাটকের ভার বা জটিলতা এখানে না থাকায় পরিবেশনা সহজ হয়। নবীন সৃজনরূপ এই শ্রুতিনাটককে তিনি শিল্পীর মন নিয়ে গ্রহণ করেছেন এবং স্বপন দাস মনে করেন এতে সামাজিক বোধের কথা, রাজনৈতিক ভাবনার কথা, বৈপ্লবিক অ াদর্শের কথা সহজে মানুষের মনে সঞ্চার করে দেওয়া যায়। এখানেই শ্রুতিনাটকের সার্থকতা। এক্ষেত্রে স্বপন দাস অত্যন্ত সফল।

সৌমেন্দু ঘোষ ও প্রসেনিয়াম মঞ্চের নাট্যকার ও অভিনেতা। তবে তাঁর সম্প্রসারণশীল শিল্পীমন শ্রুতিনাটককে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেনি। এর অমোঘ আকর্ষণে তিনি ধরা পড়েছেন। তিনি বেশ কটি শ্রুতিনাটক লিখেছেন যেগুলি তাঁর পরিশীলিত শিল্প-স্বভাবের আন্তরিক ও ঋদ্ধ পরিচয় বহন করে। সৌমেন্দু ঘোষ প্রবলভাবেই সমাজসচেতন এবং এই পরিমন্ডলেই সংস্থিত হয়েছে তাঁর নাটক সমূহ যা প্রসঙ্গ ও প্রযুক্তি উভয় ক্ষেত্রেই যথাযথ ও সার্থক হয়ে উঠেছে। প্রায় ২৫টা শ্রুতিনাটক তিনি লিখেছেন যাদের মধ্যে উল্লেখ্য 'খেলনা', 'নামকরণ', 'ফিরে দেখা', 'ইতিহাসের মানুষ' ইত্যাদি।

বনানী মুখোপাধ্যায় শ্রুতিনাটক রচনায় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। মহান নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য্যের কন্যার নাটকের প্রতি প্রবল আগ্রহ আছে এবং শ্রুতিনাটকে তিনি কৃতিত্বের নিঃসংশয় স্বাক্ষর রেখেছেন। জীবনের সত্য উদভাষণে তিনি তৎপর, সামাজিক আদর্শের প্রতি তিনি নিষ্ঠাবান, হৃদয়ের বিস্ময়কে তিনি উন্মোচিত করেন এবং আঙ্গিকের তিনি নিপুণস্রষ্ট া। এইভাবে বনানী মুখোপাধ্যায় শ্রুতিনাটকের ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল আবির্ভাব। 'আমরি বাংলা ভাষা' তাঁর একটি অবিস্মরণীয় শ্রুতিনাটক।

সুখেন্দু রায় নাট্যকার অভিনেতা এবং পরিচালক। তিনি ৫০টার ও বেশী শ্রুতিনাটক লিখেছেন যার মধ্যে মৌলিক রচনা অন্তত ২৫টি। কমপক্ষে ২৫০০ বার অভিনয় তিনি করেছেন বিভিন্ন শ্রুতিনাটকের। শ্রুতিনাটক রচনায় তাঁর দক্ষতা বিশেষভাবে প্রমাণিত। তিনি সার্থক শ্রুতিনাট্যশিল্পী হওয়ায় সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন কিভাবে একটি শ্রুতিনাটককে সম্যকভাবে রচনা করতে হয় এবং তাকে শিল্পরসোত্তীর্ণ করতে পারা যায়। নাটকের সৃজনকলায় তিনি যেমন সার্থক তার পরিবেশনায়ও তিনি সফল। সুখেন্দু রায় শ্রুতিনাট্যের একজন প্রকৃত রূপদক্ষ শিল্পী,স্রষ্টারূপে অভিনন্দিত হবেন।

সনজিত গঙ্গোপাধ্যায় বেশ কিছু দিন ধরে শ্রুতিনাটক লিখছেন এবং 'অষ্টশ্রুতি' গ্রন্থটি তাঁকে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা এনে দিয়েছে। শ্রী সনজিত নিঃসঙ্গ নির্জন মানব জীবনের মধ্যে সাহিত্যের উজ্জ্বল অস্তিত্বকে গভীর স্বীকৃতি জানিয়েছেন যার শিল্পময় প্রকাশ ঘটেছে শ্রুতিনাটকের মধ্যে। তাঁর কাছে শ্রুতিনাটক নিছক ভারহীন কথার খেলা নয় বা অবসর বিনোদনের প্রয়াস মাত্র নয়, তার মধ্যে তিনি অন্বেষণ করেন জীবনের মানে, বোধের গভীরতা, অস্তিত্বের সার্থকতা। শিল্পরূপেও তারা সার্থক হয়ে ওঠে। সুগায়ক সনজিত শ্রুতিনাটকের পরিবেশনায় ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এক গভীর সংবেদনশীল পরিশীলিত ভাবনার প্রকাশ সনজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রুতিনাটক।

সমীরণ আচার্য স্বল্প কয়েকটি শ্রুতিনাটকের মধ্যে তাঁর বিস্ময়কর সৃজনদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর নাটকে আছে ভ াবের প্রগাঢ়তা-মানবহৃদয়ের সীমাহীন বিস্তার ও অতল গভীরতা যাদের কাজে তিনি প্রয়াসী হয়েছেন। তার সংলাপ

অত্যন্ত ঋদ্ধ - তা কাব্যিক দ্যুতিময় ও আলোকসঞ্চারী। চরিত্রের কথোপকথন শ্রুতিনাটককে যথাযথ নির্মাণ করে ও তাতে সমৃদ্ধি আনে, তীক্ষ্ম ধারালো সংলাপ রচনায় সমীরণ অতীব দক্ষ। তাঁর শিল্পিত নৈপূণ্যে নাটকের আঙ্গিক ঋদ্ধ হয়ে ওঠে। অর্ধচেতন - অচেতন মনের আলো-অন্ধকারাচ্ছান্ন প্রকাশ, হৃদয়পুরের জটিলতা মনের চড়াই-উৎরাই সেই আঙ্গিকে যথ াযথ হয়ে প্রকাশ পায়।

'অষ্টাবক্র' ছদ্মনামে এক শ্রুতিনাট্যকার কৌতুকরসের নাটক লিখে চলেছেন দীর্ঘকাল। তাঁর হাসি মূলত মজার, ফান বা উদ্ভট কৌতুকের মাধ্যমে সেখানে উচ্চহাস্য বিস্ফারিত হয়, হাস্যরসের ঝড় প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়ে জীবনের অসংগঠিত অনৈক্যকে উৎপাটিত করে দেয়। 'অষ্টাবক্র' নিজেই এক অদ্ভুত চরিত্র - উচ্চারণ পা, বিচিত্র মুখোশ, অদ্ভুত পোষাক পরিহিত চরিত্রটি বইমেলায় বা বিভিন্ন সাহিত্যক্ষেত্রে মজার মজার কথা বলে তাঁর শ্রুতিনাট্যগ্রন্থ বা শ্রুতিনাট্যপত্র 'স্বয়ং নিযুক্ত' প্রচার ও বিক্রয় করেন, এটাও নাটকের এক সৃজনরূপ। অষ্টাবক্র বা অলক দত্ত এক দক্ষ অভিনেতাও বটে। হাসির ন াটকের এইস্রষ্টাকে আমরা অভিবাদন জানাই।

দেবদত্ত বন্দ্যোপাধ্যায় গভীর নিষ্ঠায় শ্রুতিনাট্যচর্চা করে চলেছেন। তিনি বেশকটি শ্রুতিনাটক লিখেছেন এবং তারা মঞ্চস্থ ও হয়েছে। ১৯৯৩ সালে তাঁর শ্রুতিনাটকের জন্য 'বৃহস্পতি' স্থাপন করেন এবং এদের প্রযোজনায় কটি নাটক মঞ্চস্থ হয়। দেবদত্ত বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে 'শুতেই নাটক দন্ডু দেবী এবং দানব উত্তর ২৪ পরগণাকে চমকে দিল'; অবশ্য এতে তিনি লজ্জিত হয়েছিলেন কারণ তাঁর 'বিপুল কণ্ঠ এবং থিয়েটারী অভিনয় দক্ষতা সকলকে চমকে দিয়েছিল মাত্র'। এখনও তিনি শ্রুতিনাটকের মূল্য সমীহ ও প্লাটফর্ম ফিরে পেতে প্রয়াসী। তাঁর প্রয়াস সফল হোক, এটাই আমরা কামনা করব।

দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে শ্রুতিনাটক লেখেন। শ্রুতিনাটকের অঙ্গনে নবাগত হলেও অনেক সম্ভ াবনার পরিচয় রেখে গেছেন এই নাট্যকার। কাব্যধর্মী এবং রূপক ও প্রতীকময় নাটকেই তিনি পারদর্শী। হৃদয়ের গভীর অনুভব, প্রাণের বিস্ময় ব্যাকুলতা, জীবনমৃত্যুর ছন্দে দোলায়িত অস্তিত্বের নিবিড় প্রগাঢ় অনুভূতি তাঁর শ্রুতিনাটক সমূহে পাওয়া যায়। তার চারটি নাটকের সংকলন 'হে অন্ধতী' এই বোধেই হয়ে উঠেছে শিল্পের অনিন্দ্য মূর্তি। দেবব্রতর নাটকের যথাযথ বিশ্লেষণ করে শ্রদ্ধেয় নাট্যকার রতন কুমার ঘোষ শ্রুতিনাট্যক্ষেত্রে এর সগর্ব আগমনকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। অ ামাদেরও ভালবাসা ও শ্রদ্ধা লেখকের উদ্দেশ্যে অর্পিত হল।

দক্ষ অভিনয় শিল্পী প্রীতম ভট্টাচার্য্য শ্রুতিনাটক রচনায়ও আপন দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। রাগ-অনুরাগ প্রেম প্রীতি অ াঘাত-বেদনাময় জীবন ভাবনার রূপায়ণে তিনি দক্ষ। প্রায় সর্বত্রই তিনি আনন্দময় সৌন্দর্যের অন্বেষণ করেছেন। জীবনের রক্তাক্ত বেদনামথিত ভাবকে অতিক্রম করে শুভত্বের কথাই তিনি নাটকে বলেছেন। তাঁর বিশিষ্ট শ্রুতিনাটক হল 'একদিন হঠ াৎ', 'হীরের আংটি' ইত্যাদি। তিনি যুগ্মভাবে সম্পাদনা করেছেন 'অনু-শ্রুতি'। তার সম্পাদিত বিশিষ্ট গ্রন্থ হল 'ছোটদের শ্রুতিনাটক'।

সম্পূর্ণ ভিন্নধারা লেখক শৈলেন্দ্রনাথ বসু শ্রুতিনাটক রচনায় বিস্ময়কর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সাধারণভাবে তিনি জীবনের কথা বলেন, তার সৃজনকর্মে মানবমনের বৈচিত্র্য বিস্ময় অনন্য শিল্পরূপ পায়, সামাজিক সত্যও আশর্চ্য দ্যুতিতে ঝলসে ওঠে। পাশ্চাত্য শিল্পাদর্শ তাঁর ভাবনাকে নির্মাণ করেছে, জার্মান একসপ্রেশনিশম আর ফরাসী সুররিয়ালিজমের প্রেরণায় তিনি স্থুল বাস্তবসমন্বিত ভাব ও রূপকে অতিক্রম করে এক অধিবাস্তব চেতনার গভীরে নিমজ্জিত হয়ে অতল-বোধ আর ভাবের উন্মেষণ ঘটান। অর্ধচেতন-অবচেতনের ঈষদ্দ্যুতিময় পটে তাঁর সংক্রমণ। এখানে যে সত্যের উদ্ভাষণ তিনি করেন তাতে আছে সুপার রিয়ালিটি -- অন্তশ্চৈতন্যের অতল শায়িত অনুভবের গভীরতম সত্য যেখানে চিত্রার্পিত হয়ে প্রকাশ পায়, তার 'পালকের উজ্জ্বলতা' এবং 'জানালায় একটি হাত ঝুলছে' শ্রুতিনাটকরূপে বহুল অভিনয়ের মর্যাদা পেয়েছে।

বিজয় কুমার দাস কয়েকটি উচচমানের শ্রুতিনাটক লিখেছেন যেগুলি ভাবের বিচারে গভীর এবং আঙ্গিকেও যথার্থ ঋদ্ধ। তিনি সমাজসত্যর নির্ণয়ে তৎপর, সামাজিক সততা, ন্যায়, মূল্যবোধে তিনি আস্থাশীল, চতুস্পার্শের অবক্ষয় ও ভাঙনের মধ্যেও তিনি স্থির অবিকম্পিত থাকতে প্রয়াস করেন। মানবমনের ব্যাকুলতা এবং বিস্ময়কেও তিনি তুলে ধরেছেন শিল্পীর আন্তরিকতায়। বিজয় কুমার শ্রুতিনাটকের আঙ্গিক বিষয়েও সচেতন। একটা ভাবকে কিভাবে গতিদ্বন্দ্ব উৎকণ্ঠায় অনিবার্য পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়া যায় সে বিষয়ে তার দক্ষতা অনস্বীকার্য। তাঁর বিশিষ্ট নাটক হল 'ছলনা', 'আর এক নিপমা' ইত্যাদি।

তথ্যের খাতিরে আর একটি বিষয় জানানো হচ্ছে। বর্তমান প্রতিবেদক দীর্ঘদিন ধরে শ্রুতিনাট্যচর্চা করেছেন। তিনি বাংলায় প্রথম প্রতিনিধিত্বমূলক শ্রুতিনাট্য সংকলন প্রকাশ করেছেন--'শ্রুতিনাটকের সংগ্রহ'। ইনি প্রথম শ্রুতিনাট্য বিষয়ক প্রবন্ধর সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন -- 'শ্রুতিনাটকের কথা' (এপ্রিল,১৯৯০) ইনি অনেক শ্রুতিনাট্য গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন, শ্রুতিনাটক বিষযে অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন। এঁর রচিত শ্রুতিনাটকের সংখ্যা অন্তত ৪০ যাদের প্রায় সবগুলিই অভিনীত হয়েছে বা সংকলন গ্রন্থের অন্তর্গত হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত পরিসরে কয়েকজন শ্রুতিনাট্য লেখকের পরিচয় তুলে ধরা হল। আলোচনা অবশ্যই অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। আলোচিত নাট্যকারদের সামগ্রিক পরিচয় দেওয়া গেলনা, তাঁদের সম্বন্ধে তথ্য ও যথেষ্ট নয়, বিশ্লেষণও যথাযথ হলনা। যা লিখতে পেরেছি তা কেবল শ্রী প্রসাদ কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মশায়ের তাগিদে। তাঁকে ধন্যবাদ। বঙ্গীয় শ্রুতিনাটক পরিষদের মুখপত্র 'শ্রুতিনাটক বার্তায় এটি প্রকাশিত হল। যে পত্রিকা শ্রুতিনাটক চর্চায় বিশেষ ব্রতী। শ্রুতিনাট্য লেখকরা এই পত্রিকা মারফৎ যোগাযোগ করলে ও আরো তথ্য দিলে বাধিত হব।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com